R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
১১ই জানুয়ারী, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

জেলা কংগ্রেসের অনেকেই রেড্ডির দিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ জানুয়ারী—ব্যক্তি প্রাধান্যের লড়াই-এ সর্বভারতীয় পর্যায়ে কংগ্রেস ভাঙ্গনের ঢেউ প্রদেশ ছাড়িয়ে এখন জেলায় জেলায়। আর তাই সামাল দিয়ে নিজেদের পালে হাওয়া টানতে বর্তমানে দুই গোষ্ঠীর নেতারাই জেলাস্তরে সভা-সমিতি কোরে পরস্পরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চলেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তার ছোঁয়া লেগেছে। গত ৫ ও ৬ জানুয়ারী রেড্ডিপন্থী প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ জেলার কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে গেছেন। কংগ্রেস সভানেত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায়, সৌগত রায় এম, পি, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহঃ সোহরাব এম এল এ, জেলা কংগ্রেস প্রধান আজিজুর রহমান, দুই সাঃ সম্পাদক স্বপন সান্যাল ও সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাত্র ও যুব সভাপতি প্রমুখরা একযোগে মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসী নেতাদের ইন্দিরা গান্ধীর স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে হুঁসিয়ারী দিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের খবর, সুদীপবাবুর নেতৃত্বে জেলার কংগ্রেসীরা রেড্ডি-চাবন গোষ্ঠীর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিষ্ণু সরস্বতী চলে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি, লেখক ও শিক্ষাব্রতী বিষ্ণু সরস্বতী আমাদের মধ্যে আর নাই। ১৯৭৮ সালের ৭ জানুয়ারী রাত্রি সাড়ে এগারটায় তিনি কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। শোকসন্তপ্ত তিন পুত্র ও আজীবন সহচরী বৃদ্ধা সহধর্মিণী বর্তমান। তাঁর সহধর্মিণী রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে প্রহর গুণছেন। পুত্রদের মধ্যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী বরুণ রায়, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক বিনায়ক রায় এবং একজন যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক বহ্নি রায়। বিষ্ণুবাবুর মহাপ্রয়াণকে একটি শতাব্দীর প্রয়াণ বলা চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১৩০৪ সালের ১৪ মাঘ) সরস্বতী পূজোর দিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন জঙ্গিপুরের ছোটকালিয়ায়। বাগ্‌দেবীর আরাধনার মধ্যলগ্নে তাঁর জন্ম সার্থক হয় পরবর্ত্তীকালে 'সরস্বতী' উপাধি প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। সর্ববিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁকে সমযুগীয়দের মধ্যে অনায়াসে শ্রেষ্ঠত্ব এনে দেয়। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, সুলেখক। আবার একজন সুদক্ষ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বার্ষিক সাংবাদিক সম্মেলন বেলডাঙায়

বহরমপুর, ১০ জানুয়ারী—মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের ২০তম বার্ষিক সম্মেলন আগামী ২৪ জানুয়ারী বেলডাঙা শহরে অনুষ্ঠিত হবে। সংঘের সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য গত বুধবার এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, ফজলুল হক এবং শ্যামাপদ মুখারজিকে কনভেনার করে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্মেলনে আগামী দু'বছরের জন্য সাংবাদিক সংঘের কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন হবে।

তহবাজারের কাজ

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ জানুয়ারী—শহরের সদরঘাটে অনুমোদিত তহবাজার তৈরীর কাজ খুব শিগ্‌গির শুরু হচ্ছে। বাজারটি তৈরীতে খরচ পড়বে ২-৭১ লক্ষ টাকা। ৯টি ব্লকে ভাগ করে বাজারটি তৈরী হবে। এখন পর্যন্ত ৭টি ব্লক তৈরীর জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। বাকী দুটি ব্লকের জন্য নতুন করে টেণ্ডার ডাকা হবে। কাজটি তিন মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। গত সপ্তাহে এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়েছেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে।

রাস্তা সংস্কারের প্রস্তাব : মহকুমা শাসক আরো জানিয়েছেন, ফরাক্কা—রামনগর সড়কটি সংস্কারের জন্য তিনি রঘুনাথগঞ্জ—১ ও ২ এবং সাগরদীঘি ব্লককে প্রকল্প তৈরীর জন্য অনুরোধ করেছেন। সড়কটি ওই তিনটি ব্লকের ভেতর দিয়ে গিয়েছে।

সেচ প্রকল্পের প্রস্তাব : সাগরদীঘি ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কারচুপির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ব্যারেজের জনৈক সহকারী বাস্তুকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও তা ধামা চাপা দেওয়ার জন্য নাকি তাঁর কর্মযজ্ঞের সহকারীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি নাকি ব্যারেজের কনট্রাকটরদের সঙ্গে অবৈধ লেনদেন ও কারচুপিতে জড়িত। জানা গেছে জনৈক কনট্রাকটরের সঙ্গে একটি অবৈধ কাজের লেনদেনের বিষয়ে কথাবার্তা বলার সময় সংশ্লিষ্ট সহকারী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত

অরঙ্গাবাদ, ১১ জানুয়ারী—আজ বহরমপুরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মালিক-পক্ষ বিড়ি লেবেল প্যাকারসদের মজুরি বৃদ্ধি ও বিড়ি শ্রমিকদের সবেতন ছুটির দাবি মেনে নেওয়ায় বিড়ি শ্রমিক সমিতিগুলির ডাকে মহকুমার কোম্পানীগুলিতে ১২ জানুয়ারী প্রস্তাবিত প্রতীক ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিড়ি লেবেল প্যাকারস্‌-দের ৩-০০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ৬ জানুয়ারী উল্লিখিত দাবিদাওয়াসহ ৬ দফা দাবিতে অরঙ্গাবাদে বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতির অফিসের সামনে বিভিন্ন বিড়ি শ্রমিক সংস্থা যৌথভাবে অবস্থান ধর্ম্মঘট পালন করেন। তাঁদের অন্যান্য দাবি নিয়ে ২৭ জানুয়ারী আলোচনা বৈঠক বসবে বলে জানা গেছে।

আমরা আপনাকে সেরা জিনিসটি দিতে চাই! তা হলো গোদরেজ আলমারী। না-না আপনি রেফ্রিজেরেটর, প্রেসার কুকার, চেয়ার, টেবিলের কথা ভাবছেন? তাও পাবেন। গোদরেজের সমস্ত প্রকার ষ্টীল ফার্ণিচার আমরা সব সময় মজুত রাখি। আপনি চাইলেই নাম-মাত্র খরচায় যে কোন জায়গায় পৌঁছে দেবো।

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র অনুমোদিত বিক্রেতা

ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ

পোঃ বোলপুর ॥ জেলা বীরভূম
ফোন নং—বোল ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে পৌষ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে
বাঁশি সঙ্গীত হারা' ..

ব্রহ্মলীন 'ব্রহ্মকমল'/শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

তাঁর সঙ্গে একদিন

সত্যনারায়ণ ভকত

এখন আর মনে করতে পারি না ঠিক কবে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তবে প্রথম পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা বেশ মনে আছে।

প্রায় বছর পাঁচেক আগের কথা। সাংবাদিকতার 'বিপজ্জনক নেশায়' তখন সবে হাতেখড়ি চলছে। জঙ্গিপুর সংবাদের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছাপা হচ্ছে আমার লেখা সংবাদ। ডেটলাইন সাগরদীঘি। স্বাভাবিক কারণেই সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো 'সাগরদীঘির এই ছেলেটার' ওপর। যাঁরা একান্ত আপনজন তাঁরাই জানতে পারলেন আমার পরিচয়। তাঁরা অবশ্য সংখ্যায় খুব কম। বিষ্ণু সরস্বতী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন, অনুত্তম আমার কথা তাঁকে বলেছিল।

অনেকদিনের ব্যবধানে সে সব কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু ভুলিনি তাঁর উপদেশ। তাঁর সাহচর্য। একদিন দুপুরে জঙ্গিপুর সংবাদ অফিসে বসে আছি। বিষ্ণু সরস্বতী রিকসো করে এলেন। কথায় কথায় আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। বললাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন: লিখে যাও। লিখতে লিখতে অভ্যেস হয়ে যাবে।

গত শনিবার কলকাতায় বিষ্ণু সরস্বতী পরলোকগমন করেছেন শুনে পাঁচ বছর আগের ওই দিনটির কথা নতুন করে মনে পড়লো। ওই দিনটির পর বহুদিন তিনি রঘুনাথগঞ্জে ছিলেন না। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলকাতায়। এখন তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই। তিনি চির-দিনের জন্য হারিয়ে গেলেন, হারালো না তাঁর উপদেশ। প্রতিটি শব্দ মনের মণিকোঠায় 'সাত রাজার ধন' হয়ে জমা থাকলো। তাঁর উপদেশকে পাথেয় করে চলার পথে এগিয়ে চলেছি। কোথায় থামবো জানি না।

১৯৪২ সালের কথা। তখন নবম শ্রেণীতে পড়ি। সারা ভারত আগষ্ট আন্দোলনে উদ্বেলিত। জঙ্গিপুরেও তার তরঙ্গ-অভিঘাত লেগেছে। জঙ্গিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুপদ রায়, কড়া প্রশাসক। ছাত্রেরা ষ্ট্রাইক করবে, ইংরেজ অপশাসনের প্রতিবাদ জানাবে। এ সবের মূলে ছিলেন মাষ্টার মশাই-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবরুণ রায়, সিনিয়র ছাত্র শ্রীশচীন সেনগুপ্ত প্রভৃতিরা। আরও ওপর মহলে অনেকেই ছিলেন; বালক আমরা অত দূরে যেতে পারিনি। বরুণদা-শচীদাদের পেয়েই বুক ফুলে উঠত দেশপ্রেমের জোয়ারে। মাষ্টার মশাই ষ্ট্রাইক করতে দেবেন না; বরুণদা-রা করাবেন। শুরু হল আর এক পালা। স্কুলের পশ্চিম প্রান্তে ঢেউ-খেলানো প্রাচীরের পরে গঙ্গার ধারে রাস্তার পাশে ছিল সিমেন্টের দুটি বেঞ্চ। একটি বেঞ্চে বাঁ পা তুলে ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মাষ্টার মশাই ছাত্র-জনতার প্রতি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা তাঁর সেই প্রথম শুনেছিলাম। কিন্তু কী হৃদয়-গ্রাহী! এখনও মনে পড়ে। তবে ষ্ট্রাইক হয়েছিল।

অধ্যাপনায় বিষ্ণুবাবু ছিলেন 'হোয়াট নট'। ইংরেজী ত বটেই, বাংলা, ইতিহাস, সংস্কৃত—কোন্‌টির কথা বলব? তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অপূর্ব অধ্যাপনরীতিতে তিনি ছিলন অনন্য। এমন একটা অননুকরণীয় ষ্টাইল তাঁর ছিল কথায়, চলায়, পাঠনে যা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এক কথায় তিনি ছিলেন ছাত্রদের মনচোর।

তাঁর কাছে স্কুলে আমরা কিছুদিন ইংরেজী পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত David Copperfield-এর সংক্ষেপিত সংস্করণ পড়েছিলাম। মাষ্টার মশাই একক অভিনয়ে কত যে সুপটু ছিলেন! শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যবিষয়ের আবহাওয়া রচনা করতেন অতি সহজে। David জন্মেছে অর্থাৎ মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়েছে শুনে Miss Betsey রাগ করে চলে গেলেন। মাষ্টার মশাই-এর চোখে-মুখে Miss Betsey-এর রাগত ভাব আর রুক্ষ মেজাজ ফুটে উঠত। বলার ভঙ্গীই বা কত সুন্দর! Ham ডেভিডকে নিয়ে যচ্ছে তাদের বাড়ী। তার বিশাল দেহ আর হেঁড়ে গলা—'Yon's our house, Mas'er Davy ইয়নজ্‌ আওয়ার হাউজ্‌ মাজার ড্যাভি'—মাষ্টার মশাই তখনই যেন Ham বনে গেছেন। Mr. Murdstone এর ছড়ি দুলিয়ে কথা বলার জলন্ত দৃশ্য মাষ্টার মশাই ফুটিয়ে তুলতেন। কত আর বলব? ভুলতে পারি না তাঁর সেই চোখ, সেই মুখ যখন তিনি Mr. Creakle এর কথা বলছেন—'Does it bite? Hay? Does it bite?' মাষ্টার মশাই নিজেই তখন আমাদের সামনে যেন Mr. Creakle। ছুটির ঘণ্টা পড়ে যেত; বাড়ী ছুটবার তাগিদ ভুলে গিয়ে আমরা সম্মোহিত কিশোরের দল দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথা গিলতাম।

কলেজজীবনে তাঁকে দেখেছি ও পেয়েছি নানা সভার অনুষ্ঠানে। কখনও সভাপতি, কখনও প্রধান অতিথি। অনবদ্য তাঁর বাচনভঙ্গী; যেমন যুক্তিনির্ভর তেমনি আবেগময়।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কবি বিষ্ণু সরস্বতীর মহাপ্রয়াণে

সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল

হে কবি—
প্রতিষ্ঠা চাহনি কভু;
একান্ত নিষ্ঠায়
সাধনা করেছো শুধু সাহিত্যলক্ষ্মীর,
সাজাইলে অর্ঘ্য থরে থরে
তাহার চরণ দুটি 'পরে।
'মাধবের বিরহে'র ব্যথা
লেগেছিলো প্রাণে
তাই তারে দিলে রূপ
অশ্রুসিক্ত গানে।
কার 'লীলাসঙ্গী' হতে
অনন্ত কামনা নিয়ে বুকে—
বিশ্বতীর্থ পথে পথে
আজন্ম খুঁজিয়া ফেরো
মহানন্দে মহাসুখে।
তোমার উদার চোখে
এক হয়ে গেছে
মদিনা মক্কা পুরী কাশী ব্রজধাম
তাহাদের পূত রজে রজে—
ছড়ানো রয়েছে কবি তোমার প্রণাম।

হৃদয় কানন হতে
যে পুষ্প তুলিয়া
অর্ঘ্য দিলে গৌরাঙ্গে তোমার
তাই দিয়ে করো অভিষেক
'নবসূর্যে' পূত মাদনার।

মৃত্যুর স্পর্শ পেয়ে
পেয়েছো কী সন্ধান তাঁহার—
প্রসন্ন হাসিতে এত
উদ্ভাসিত আনন তোমার॥

ব্রহ্মলীন 'ব্রহ্মকমল'

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কর্মজীবনে যে কয়টি বছর নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মহকুমা শাখার সম্পাদক ছিলাম, তখন তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেছি সমিতির শিক্ষা ও শিক্ষকের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। তিনি যে সময় নির্মাতিতা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষক সংগ্রাম ও আন্দোলন নিয়ে তখন তাঁর সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ করেছি। আন্দোলনের সামিল না হলেও তিনি আমাদের আন্দোলনকে ঘৃণা করেননি। তাঁর এবং আমার ideology পৃথক হলেও আমার প্রতি তাঁর স্নেহের উৎসারে কোন কমতি ছিল না।

বিষ্ণুবাবুর অবসর গ্রহণের পর তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে যায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচয়ের নিবিড়তা আরো দানা বাঁধতে থাকে। তাঁর 'লীলাসঙ্গী', 'পুনর্ণবা', 'বিরহি-মাধব', 'রক্তকমল', 'যুগশঙ্খ', 'নবসূর্য', 'দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া', —গ্রন্থগুলি সম্পর্কে নানা আলোচনা তিনি করতেন। বিস্ময়ে অবাক হয়েছি, কবিচিত্তে যখন যে আলোড়ন হয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গ্রন্থাদিতে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে দেখার ও উপলব্ধি করার এবং সর্বোপরি তা প্রকাশ করার সহৃদয়তা ও প্রাঞ্জলতার এক অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন।

মনে আছে—কবি বিষ্ণু সরস্বতী একদিন আমাদের বাড়ী এলেন। বললেন, 'তোর বাবার কাছে দরকার আমার। সিঁদুর ফোঁটায় আর রুদ্রাক্ষ মালায় তান্ত্রিকটির মান-মাথুরের পালা গেয়ে এখন তনু ভেল জর জর। আমার 'বিরহি-মাধব' তোর বাবার হাতে দেব।" বাবাকে ডাকলাম। তারপর দু'জনের বহু আলাপ-আলোচনা চলল। মাষ্টার মশাই-এর বিদায়কালে এইটুকু শুনলাম, "এবারে মাধবের দিকে তাকান।" দেখলাম, বাবার হাতে তাঁর 'বিরহি-মাধব' গ্রন্থটি। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা—"বোদ্ধার হাতে আমার এই বিরহি-মাধব দিলাম"। তারপর তাঁর স্বাক্ষর। বাবা পরবর্তী কালে তাঁর ভাগবত কথকতায় বিষ্ণু সরস্বতীর দৃষ্টিতে মাধব বা শ্রীকৃষ্ণের কথা বার বার উল্লেখ করতেন।

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব—কবি বিষ্ণু সরস্বতীর 'বিরহি মাধব'-এর বোদ্ধা গত ২২শে অগ্রহায়ণ সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। ঠিক এক মাস পরেই একই তিথিতে মাষ্টার মশাইও তাঁর বোদ্ধার সন্ধানে গেলেন। জঙ্গিপুর-সম্মিলনীর 'ব্রহ্মকমল' ব্রহ্মলীন হলেন। সেই চির-শান্তি ধামে উভয় আত্মার সান্নিধ্য-সাহচর্য আজ মর্ত্যমায়ার মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে-লোকে আজ তাঁরা পরমার্থ লাভ করেছেন। পূত এই দুই আত্মার প্রতি আমার ভক্তিবিনম্র প্রণাম নিবেদন করছি।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ জানুয়ারী—গত বৎসরের মত এবারও স্থানীয় জাগৃতি সঙ্ঘ ও নাট্য সংস্থার পরিচালনায় ত্রিপুরেশ্বর দত্ত স্মৃতি শীল্ড ও তারাপ্রসন্ন স্মৃতি কাপ ভলিবল প্রতিযোগিতা গত ৫ জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে।

দেহশ্রী প্রতিযোগিতা : গত মাসে বহরমপুর বিমল সিং হলে অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ জেলা সিনিয়র দেহশ্রী, মাসলম্যান ও যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় মাসলম্যান উপাধি লাভ করেন রঘুনাথগঞ্জ যুবক সঙ্ঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের সদস্য নিতাই দাস। দেহশ্রী উপাধি লাভ করেন বহরমপুর কালিকাতলা ক্লাবের স্বপন বাগচী। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নিতাই দাস। যোগরাজ উপাধি লাভ করেন অরঙ্গাবাদের পরেশ সংকার। দুটি বিভাগে মোট ৪৪ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন।

হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ

ধুলিয়ান, ১০ জানুয়ারী—২৯ ডিসেম্বর রাত পৌনে নয়টা নাগাদ ধুলিয়ান বাজারের কাছে দেওকীনন্দন সানথালিয়া নামে এক ব্যক্তি বাড়ি ফেরার পথে দু'জন আততায়ীর ছোরার আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় জনসাধারণ এই ঘটনাকে হত্যার চেষ্টা বলে সন্দেহ করছেন। সামসেরগঞ্জ পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বাঙ্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা সংশিষ্ট হইতে ইচ্ছুক সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৯।৩।৭৮ তারিখে বাঙ্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক কমিটির পুনর্গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত স্কুলে (স্কুল চলাকালীন সময়ে) যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। 'দাতা পর্যায়ভুক্ত ভোটার' হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকেও নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত স্কুলে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। নির্বাচনের বিস্তারিত কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১) প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ও সময় ১৬।২।৭৮ বেলা ২টা। ২) ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার দাবী অথবা আপত্তি দাখিল করিবার তারিখ ও সময় ২৪।২।৭৮ বেলা ২টা পর্যন্ত। ৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ও সময় ৪।৩।৭৮ বেলা ২টা। ৪) মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ও সময় ১৪।৩।৭৮ বেলা ২টা পর্যন্ত। ৫) মনোনয়নপত্র সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিবার তারিখ ও সময় ১৫।৩।৭৮ বেলা ২টা। ৬) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ ও সময় ১৬।৩।৭৮ বেলা পর্যন্ত। ৭) নির্বাচনের তারিখ ও সময় ১৯।৩।৭৮ (সকাল ৯টা হইতে ১২টা এবং প্রয়োজন বোধে দুপুর ১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত)।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার সিংহ
তাং ২।২।৭৮ প্রধান শিক্ষক
বাঙ্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়
পোঃ গাজিন, জেলা মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

স্বল্প সঞ্চয় অভিযান

ফরাক্কা, ১০ জানুয়ারী—গতকাল ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রেয়েশন হলে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডের পৌরোহিত্যে স্বল্প সঞ্চয় বিষয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার ব্রিগেডিয়ার কাঠুরিয়া ও বিধান সভা সদস্য আবুল হাসনাৎ খান। চারদিন ধরে ফরাক্কায় স্বল্প সঞ্চয় অভিযান চলবে। খবরটি মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর সূত্রের।

সুচিরা সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ছোট গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা

নতুন লেখক/লেখিকাদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতার জন্য মৌলিক রচনা আহ্বান করা হচ্ছে। ছোটগল্প ৩০০ শব্দের এবং কবিতা ১৫ লাইনের মধ্যে হওয়া চাই। প্রবেশ মূল্য, গল্পের জন্য তিন এবং কবিতার জন্য দু' টাকা। লেখা এবং প্রবেশ মূল্য ৩১শে জানুয়ারী '৭৮ মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় অবশ্যই পৌঁছানো চাই অন্যথায় কোন রচনাই গ্রহণীয় নয়।
—সম্পাদক, সুচিরা, গ্রাম বোথারা, পোঃ ধনপৎগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিভিন্ন প্রকার খাদ বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন :—
গান্ধী স্মারক নিধি
(খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার)
রঘুনাথগঞ্জ ॥ বাজারপাড়া

সুবর্ণ সুযোগ
কির্লোসকার, উষা, কুপার ইত্যাদি কোম্পানীর পাম্পসেট, হাসকিং মেসিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা মেরামত করা হয়। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—
ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

Phone :- Farakka 24
ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

অনেকেই রেডডির দিকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুকূলে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী অতীশ সিংহও সুদীপবাবুকে সমর্থন করছেন। রেডডির সমর্থক পক্ষের দাবি জেলার বেশীর ভাগ ব্লক কংগ্রেসের কর্মকর্ত্তারাই তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। তাঁদের দাবি, জেলা কংগ্রেস অফিস তাঁদের দখলে। এদিকে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক আলি হোসেন মণ্ডল, ছাত্র-নেতা সুব্রত সাহা, হাবিবুর রহমান এম এল এ, লুৎফল হক এম এল এ ও মহঃ ইমজুদ্দিন এম এল এ প্রমুখরা ইন্দিরা গান্ধীকে কংগ্রেসের একমাত্র নেত্রী বলে অভিহিত করে তাঁকে পূর্ণ সমর্থন করেছেন। কংগ্রেসের দিল্লীর গত বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী সম্মেলনে জেলার চার জন এম এল এ যোগ দিয়েছিলেন বলে খবরে জানা গেছে। জেলা কংগ্রেস অফিসের দখল প্রশ্নে তাঁরা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। যদিও জেলা ছাত্রপরিষদ অফিস তাঁদের দখলে। জানা গেছে সাত্তার গোষ্ঠীর সবাই সুদীপ গোষ্ঠীর ৫ ও ৬ জানুয়ারীর জেলা সম্মেলন বয়কট করেছেন এবং আগামী ১৫ জানুয়ারী জেলা কংগ্রেসের পাল্টা সম্মেলন ডেকেছেন। এই সম্মেলনে নুরুল ইসলাম সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সম্মেলনে জেলা কংগ্রেসের পাল্টা কমিটিও ঘোষণা করা হবে। জানা গেছে আলি হোসেন মণ্ডল এর প্রধান এবং সুব্রত সাহা এই কমিটির সাঃ সম্পাদক হবেন। অপর এক সংবাদে জানা গেছে, ১৫ জানুয়ারীর সম্মেলনে সুব্রত সাহার সাম্প্রতিককালে ঘোষিত জেলা ছাত্র পরিষদ কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হবে। দিলীপ সিংহ এই কমিটির সভাপতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছেন। যদিও এই দুটি কমিটির এখনও চূড়ান্ত ঘোষণা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বিবৃতি পাওয়া যায়নি। এদিকে জঙ্গিপুরের ৭টি ব্লক কংগ্রেসের মধ্যে বেশীর ভাগ নেতারাই তাঁদের সমর্থন করছেন জঙ্গিপুরে রেডডিপন্থী জনৈক যুবনেতা এই বক্তব্য রেখেছেন। প্রকাশ, সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ—১নং ব্লক ছাড়াও সামসেরগঞ্জ, সুতী—২নং ব্লক কংগ্রেসের বেশীর ভাগ নেতাই সুদীপবাবুর অনুকূলে গত জেলা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য বর্তমানে মহকুমার তিনটি ব্লকে কোন কংগ্রেস কমিটি নেই।

কারচুপির অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাস্তুকারের কণ্ঠস্বর টেপ রেকরডারে ধরে রাখা হয়েছে। তাতে তাঁর নিজের মুখেই বহু কু-কর্মের স্বীকৃতি রয়েছে বলে প্রকাশ। টেপ রেকরডার যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে তিনি উঁচু ও নীচু মহলে খুব ধরাধরি শুরু করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। জনসাধারণ এ ব্যাপারে অবিলম্বে উর্ধ্বতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তদন্তসাপেক্ষে সত্য উদঘাটনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন।

সেচ প্রকল্পের প্রস্তাব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, সেচের সুবিধার জন্য সাগরদীঘি ব্লকের দিয়াড় বালাগাছিতে নদী জলোত্তোলন প্রকল্প এবং হুঁকাহাট ও আমলাবাড়ির মাঝে একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প দুটি রূপায়িত হলে ১৫০ একর জমি সেচসেবিত হবে।

বিষ্ণু সরস্বতী চলে গেলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক। জঙ্গিপুর, নিমতিতা প্রভৃতি স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকরূপে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। কুড়িয়েছেন সর্বজনের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা। একাধিক বৈষ্ণব কাব্যগ্রন্থ তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে রচনা করেছেন। তার মধ্যে লীলাসঙ্গী, বিরহিমাধব, পুনর্ণবা উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত বহু কবিতা বাঙলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনও ছিল গৌরবময়। সে যুগের গুপ্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় প্রবেশিকা পরীক্ষার পরই তাঁকে জঙ্গিপুর থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করতে হয়। ফিরে আসেন বেশ কিছুদিন পর—১৯২০ খৃষ্টাব্দে। তখন অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। পুরোভাগে বিষ্ণু সরস্বতী এই অঞ্চলে। ১৯২৭ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস, মহকুমা কংগ্রেস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন তিনি। বাড়িতে চরকা কেন্দ্র ছিল, সেখানে নিজে সুতো কাটতেন, অন্যকে কাটাতেন। হাতে বোনা সুতোর কাপড় পরতেন নিজে। সেই সময় গোয়েন্দা দপ্তরে তাঁর নাম ছিল 'আগুন ছড়ান মাষ্টার'। বিষ্ণু সরস্বতীর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল সত্য ভাষণ। তাই প্রশংসার সঙ্গে নিন্দাও জুটেছে তাঁর ভাগ্যে বহুবার। খোশামুদে কথা তিনি বলতে পারেননি কোনদিন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি তাঁর ছিল অপরিমেয়। তিনি শুধু বিনয়ী বৈষ্ণবই ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি'। আজ সজল চোখে তাঁরই ভাষায় জানাই প্রণতি—হে মহাপ্রাণ, হে কবি, হে মহান্ লহ লহ শেষ প্রণতি।

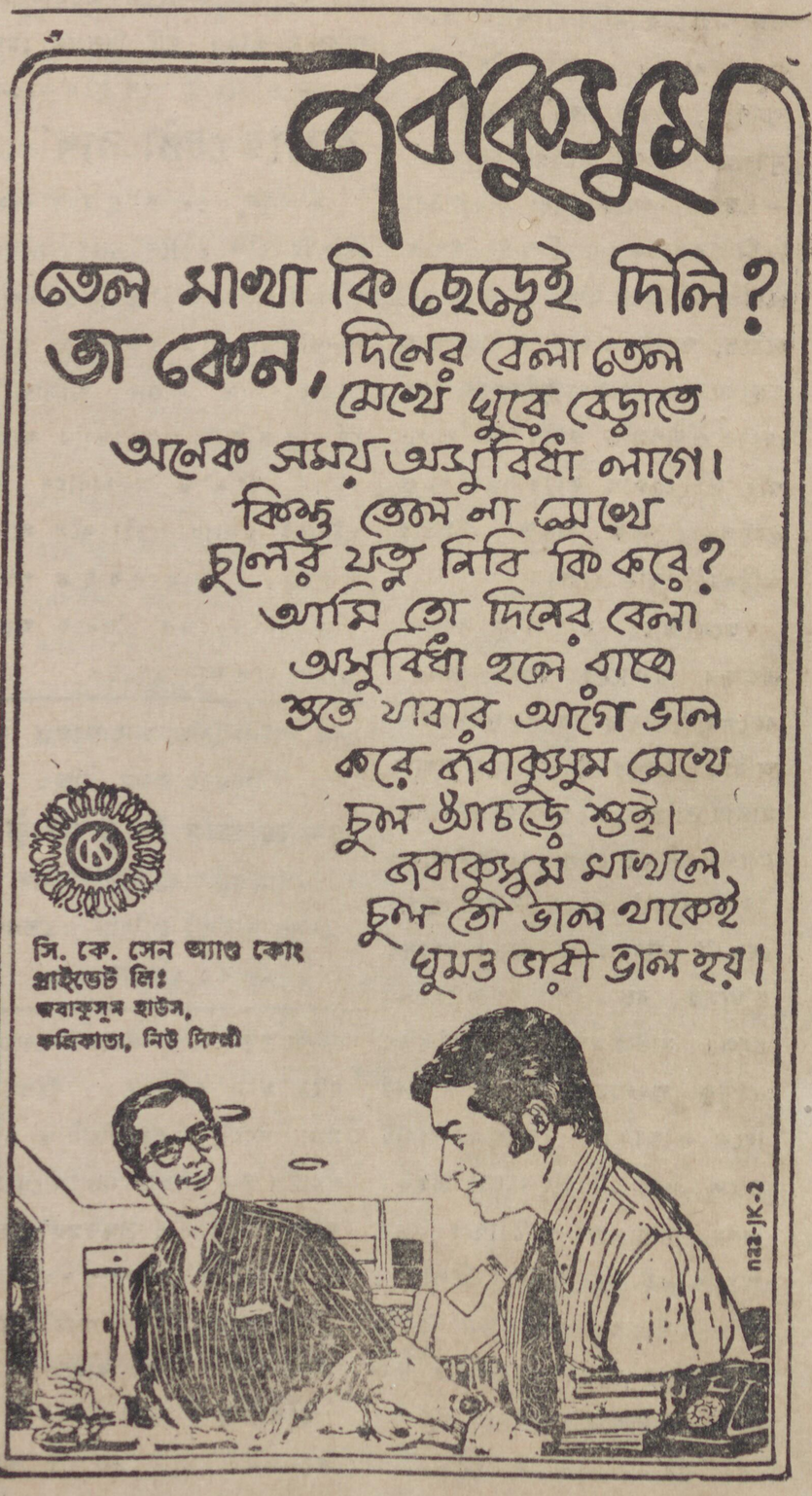

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।